17 APR 2017

সমকাল

সরকারের অর্থসাহায্য নেবে না কওমি মাদ্রাসা

ছয় বোর্ড নিয়ে আউলিজাকাবা নামে নতুন বোর্ড

এম এইচ রবিন ●

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তরে এবার অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সাধারণ বোর্ডের আদলে অনুষ্ঠিত হবে দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা। সম্প্রতি কওমি আলেমদের সঙ্গে বৈঠকের পর কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তর সমমানের সনদ দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার হাটহাজারীর দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামে মাদ্রাসায় (হাটহাজারী বড় মাদ্রাসা) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিন ঘণ্টা ব্যাপ্তির ওই বৈঠকে পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ ইস্যু করার লক্ষ্যে 'আল-হাইয়াতুল উলাইয়া লিল জামিয়াতিল কাওমিয়া বাংলাদেশ (আউলিজাকাবা)' নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয় এবং পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পেলেও সরকারের কাছ থেকে কোনো এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

সরকারের অর্থসাহায্য নেবে না কওমি মাদ্রাসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ধরনের আর্থিক সহযোগিতা নেওয়া হবে না।

সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার পর গতকাল প্রথমবারের মতো সভায় বসেন সরকার ঘোষিত কমিটির সদস্যরা। হেফাজতে ইসলামের প্রধান আল্লামা শাহ আহমদ শফী এ কমিটির প্রধান। তিনি বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডেরও (বেফাক) চেয়ারম্যান। তার সভাপতিত্বে গতকালের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিন ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠকে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেফাকের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক।

এদিকে দাখিল ও আলিম পর্যায়েও সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমমান সনদ প্রদানে সরকার উদ্যোগী হবে বলে প্রত্যাশা করছেন কওমি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেমবৃন্দ। জানা গেছে, এ বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে না। কওমি মাদ্রাসার সনদের মান বাস্তবায়নবিষয়ক কমিটির প্রস্তাবনা এলে বিবেচনা করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অন্যদিকে, একাধিক শিক্ষাবিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা মনে করছেন, কওমি শিক্ষার বিষয়ে সরকারের সর্বশেষ গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণ শিক্ষার ওপর ছায়া ফেলবে এবং এ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক নয়।

হাটহাজারী মাদ্রাসায় গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সাধারণ বোর্ডের আদলে নতুন বোর্ডের অধীনে আগামী ১৫ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত দেশের সব কওমি মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষা। বৈঠক শেষে বেফাকের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। শিগগির ঢাকায় বোর্ডের কার্যালয় নেওয়া হবে। পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

মাহফুজুল হক আরও জানান, বৈঠকে স্বীকৃতি বাস্তবায়ন কমিটি পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ ইস্যু করার লক্ষ্যে ছয় বোর্ডের সমন্বয়ে আল-হাইয়াতুল উলাইয়া লিল জামিয়াতিল কাওমিয়া বাংলাদেশ নামে একটি বোর্ড করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসের সনদকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান দিয়ে গত বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগে গত মঙ্গলবার গণভবনে আলেমদের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সনদের সরকারি স্বীকৃতির ঘোষণা দেন।

জামিয়া আরাবিয়া আহসানুল উলুম মাদ্রাসার একাধিক শিক্ষক জানান, দাওরায়ে হাদিসের সনদকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান দেওয়া হয়েছে, এমন সিদ্ধান্তে তারা তুষ্ট। তবে সাধারণ শিক্ষার মতো কওমি মাদ্রাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও স্বীকৃতি ও সনদ দেওয়ার দাবি জানান তারা।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসেন আমাদের সময়কে বলেন, কওমি সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। তারাই সব কিছু নির্ধারণ করবেন।

এদিকে সরকারের সিদ্ধান্তে সাধারণ শিক্ষায় মাস্টার্সধারীদের ওপর ছায়া ফেলবে বলে মত দেন শিক্ষাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসার সনদের সমমানের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত হয়নি। মাদ্রাসা ভিন্নধারা ভিন্ন ডিগ্রি আর সাধারণ ডিগ্রির সমমান দেওয়া যৌক্তিক নয়।

অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির বলেন, মাস্টার্সের সনদের সমমান হতে হলে তো ১৭ বছর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এবং এর আগের ডিগ্রিগুলোও থাকতে হবে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির এই সদস্য সচিব আরও বলেন, এখন অনার্সের ডিগ্রি নিতে চার বছর লাগে। এরও আগে এইচএসসিতে দুবছর এবং তারও আগে এসএসসির জন্য দশ বছর সময় লাগে। কওমি মাদ্রাসার কারিকুলাম পরিবর্তন না করেই একে স্নাতকোত্তর সমমানের স্বীকৃতি প্রদান আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয় না।

কওমি মাদ্রাসার অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় অনেক কওমি শিক্ষার্থী দেশে এমনকি দেশের বাইরেও ভালো চাকরিতে যোগদান করতে পারেন না। কওমি মাদরাসার সার্টিফিকেট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত না হওয়ায় অনেকে বিদেশে গিয়ে মসজিদে ইমামতি কিংবা মুয়াজ্জিনের চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশেষ করে আরবি-ভাষী দেশগুলোর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভালো ভালো চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

এ প্রসঙ্গে জামিয়া আরাবিয়া আনোয়ারুল উলুম রাহমানিয়া মাদ্রাসার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মাওলানা মুফতি আনিসুর রহমান গতকাল বলেন, সাধারণ শিক্ষার স্তরের তুলনায় কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস অনেকটাই ভিন্ন। এখানেও শিক্ষার্থীরা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, গণিত, ইংরেজি, ব্যাকরণ, সাধারণ জ্ঞানের বই পড়ে। এর পরের স্তরে ইসলামি সাহিত্য ও আরবি বিষয়ে নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক আছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে 'জমাতে হেদায়াতুন নাহু' ধরা যায় দাখিল কিংবা এসএসসি স্তর। আবার 'জমাতে হেদায়া' হচ্ছে আলিম বা এইচএসসি স্তর।

সরকার যে কমিটি করে দিয়েছে, সেই কমিটির ভাবনায় এই বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। বলেন, খতিব, ইমাম, আরবি বিষয়ের শিক্ষক– এমন সব কিছু পদে যেগুলোয় ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেখানে এখন চাকরির পথ সুগম হবে, এমনকি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও।

তিনি এ সিদ্ধান্তের সমালোচকদের বিষয়ে বলেন, কেউ কেউ সরকারের বিরোধিতা করছেন। আমি মনে করি, নিছক স্বীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুবা ব্যক্তিগতভাবে ভিন্নমতাদর্শী বলেই তারা সমালোচনা করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশে কয়েক ধরনের মাদ্রাসা আছে- নূরানী মাদ্রাসা, তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হাফেজি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা ইত্যাদি।

দারুস সালাম মহিলা মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অনেক মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজ, গণিত এসব বিষয়ে বাধ্যতামূলক পড়ানো হয়। পরের ক্লাসগুলোয় পড়ানো হয় সব আরবি এবং ইসলাম সম্পর্কিত বই। এই ক্লাসগুলোর নামও বিভিন্ন আরবি এবং ইসলামি কিতাবের নামানুসারে। যেমন– মিজান, নাহু মীর, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহে জামী, মেশকাত (হাদিসের গ্রন্থ) আর সর্বশেষ ক্লাসকে বলা হয় দাওরা। দাওরা পাস করে অনেকে আবার আলিয়া থেকে দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল পাস করে। অনেকে দাওরা শেষ করে ফের আলিয়া থেকে কামিল পরীক্ষা দিচ্ছেন আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডিগ্রি এবং মাস্টার্সও করেছেন।

প্রসঙ্গত, ১৮৬৬ সালে ভারতের উত্তরপ্রদেশে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই সর্বপ্রথম কওমি মাদ্রাসা। সে ধারাবাহিকতায় ১৯০১ সালে বাংলাদেশের প্রথম কওমি মাদ্রাসা দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৫ সালের সালের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ১৩ হাজার ৯০২টি কওমি মাদ্রাসা আছে। সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ।

হাটহাজারী প্রতিনিধি জানান, বেফাকের গতকালের বৈঠকে আল্লামা আহমদ শফী, মাওলানা মাহফুজুল হক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আল্লামা আশরাফ আলী, মাওলানা মোস্তাফা আজাদ, মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা সাজিদুর রহমান, মুফতি জসিমুদ্দীন, মুফতি ফয়জুল্লাহ, মাওলানা মাহফুজুল হক, মাওলানা মুসলেহুদ্দীন রাজু, মাওলানা আনাস মাদানী, মাওলানা নূরুল আমিন, মাওলানা উবায়দুর রহমান মাহবুব, মাওলানা মুশকাত আহমদ, মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী ও মাওলানা আবদুল জব্বার জিহাদী প্রমুখ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর